AKASHVANI(AIR)
RNU: KOLKATA
Bengali Text Bulletin

Date 06-02-2026 **Time: 7.35 AM**

বিশেষ বিশেষ খবরঃ–

১) অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের ওপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যসভায় মন্তব্য করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে নির্মম বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

২) রাজ্যের অন্তর্বর্তী বাজেটে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বৃদ্ধির পাশাপাশি আশাকর্মী, প্যারা টিচার, সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য।

অন্তর্বর্তী বাজেটকে দিশাহীন ও জনস্বার্থ বিরোধী বলে উল্লেখ করেছে বিজেপি সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

৩) সুপ্রিম কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে।

৪) প্রধানমন্ত্রী আজ পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন।

৫) রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা আজ অন্ধ্রপ্রদেশের খেলবে।

অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচানোর জন্য আদালতের উপরে চাপ তৈরি করা হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মন্তব্য করেছেন। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের উপর

জবাবি ভাষণে শ্রী মোদী বলেন, রাজনীতির মাপকাঠিতে নীচে নামার সমস্ত মাপকাঠি ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নির্মম সরকার নতুন নতুন রেকর্ড গড়ে চলেছে। তারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। অথচ ঐ দলেরই সাংসদরা সংসদে এসে 'উপদেশ' দিচ্ছে। তৃণমূল নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর নাম উল্লেখ না করেই শ্রী মোদী বলেন, পৃথিবীর সমৃদ্ধতম দেশও অবৈধ নাগরিকদের দেশ থেকে বাইরে বার করে দিচ্ছে। যাঁরা অনুপ্রবেশকারীদের হয়ে জোরদার ওকালতি করছেন, দেশের যুব সমাজ কী ভাবে তাঁদের ক্ষমা করবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা যুব সমাজের অধিকার ছিনিয়ে নেবার পাশাপাশি কেড়ে নিচ্ছে রুজিরুটি, তারা আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে।

বাইট (মোদী অনুপ্রবেশ)

রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা মূলক প্রকল্পে জোর দিয়ে রাজ্য সরকার আগামী আর্থিক বছরের প্রথম চার মাসের জন্য ৬২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করেছে। এর মোট আয়তন চার লক্ষ ছয় হাজার কোটি টাকার বেশি। ভোট অন অ্যাকাউন্টে নতুন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ঘোষণা, বর্তমান প্রকল্পগুলির সুবিধা সম্প্রসারণ সহ একাধিক ঘোষণা করেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। রাজ্যের সব থেকে বড় ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প লক্ষীর ভান্ডারের বরাদ্দ ৫০০ টাকা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। এই খাতে অতিরিক্ত ১৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই উপভোক্তারা বাড়তি হারে লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা পাবেন।

২১ থেকে ৪০ বছর বয়সী শিক্ষিত যুবকদের জন্য ‘বাংলার যুব-সাথী’ নামে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে। এর অধীনে কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত মাসে ১,৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। এজন্য ৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রেখেছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী। তিনি জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকেই অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানান, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে আশা কর্মীদের মাসিক সাম্মানিক ১,০০০ টাকা বাড়ানো হচ্ছে। তাঁদের জন্য ১৮০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হলে পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তাও দেওয়া হবে। এই খাতে আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

একই সুবিধা পাবেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়ক, শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্ত প্যারা-টিচার, শিক্ষাবন্ধু, সহায়ক-সহায়িকা, সম্প্রসারক, স্পেশাল এডুকেটর ও ম্যানেজমেন্ট স্টাফ, সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও গ্রিন পুলিশরা। এজন্য অঙ্গনওয়াড়ি খাতে আড়াইশো কোটি, প্যারা টিচারদের সহায়তায় ১১০ কোটি এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য দেড়শো কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে আজকের বাজেটে।

গিগ কর্মীদের বিষয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানান, স্বাস্থ্যসাথী-সহ সরকারি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কর্মশ্রী, বর্তমানে মহাত্মাশ্রী নামে পরিচিত, প্রকল্পে জব কার্ডধারীদের বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করতে ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

কৃষক বন্ধু নতুন প্রকল্পের আওতায় ক্ষেতমজুরদের বছরে ৪,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়েছে। রবি ও খরিফ মৌসুমে দুই কিস্তিতে এই অর্থ সহায়তা দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সরকারি সেচ ব্যবস্থার ফি সম্পূর্ণ মকুবের কথাও ঘোষণা করেছেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হয়েছে। পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্যখাতে ক্যাশলেস সুবিধার সীমা বাড়ানো এবং ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ মহার্ঘভাতা দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রেখেই রাজ্যের বিপুল ঋণভার শোধ করার পাশাপাশি মানুষের জন্য একাধিক প্রকল্প চালু রাখা সম্ভব হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দাবি করেছেন। আগামী অর্থ বছরের প্রথম চার মাসের জন্য রাজ্যের অন্তবর্তী বাজেট পেশের পর গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের আয় ব্যয়ের বিস্তারিত পরিসংখ্যান পেশ করেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডার ছাড়াও আশাকর্মী, প্যারা টিচার এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

(বাইট – মুখ্যমন্ত্রী)

বিজেপি রাজ্য বাজেটকে দিশাহীন বলে দাবি করেছে। বিধানসভার বাইরে আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই বাজেট কার্যত একটি অসত্য দলিল যা রাজ্যকে অনেকটাই পিছিয়ে দেবে।

তিনি অভিযোগ করেন, লক্ষীর ভান্ডার ছাড়া বাকি সবটাই নির্বাচনী ইশতেহারের মত শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি।

(বাইট – শুভেন্দু)

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর যেকোনো সময় নির্বাচনের আদর্শ আচরন বিধি কার্যকর হবে। তাই এপ্রিল মাসে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব নয় বলেও মত প্রকাশ করেন শ্রী অধিকারী।

সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, শুধুমাত্র ভোট পাওয়ার জন্য এই বাজেটে কিছু দায়হীন প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাজ্য সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেটকে জনস্বার্থ বিরোধী বলে উল্লেখ করেছেন, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাজেটে কর্মসংস্থান এবং সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার লক্ষে কোন সংস্থান রাখা হয়নি।

ভোটের স্বার্থেই লক্ষ্মীর ভান্ডারের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে বলে বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী মন্তব্য করেছেন।

বাইট

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস একাই লড়াই করবে বলেও জানান তিনি। তবে দলের তরফে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলেও অধীর বাবু উল্লেখ করেন।

রাজ্যের অন্তর্বর্তি বাজেটে যে ভাবে নানা ভাতার পরিমাণ বাড়ানো এবং নতুন ভাতা প্রকল্প চালু করা হয়েছে তাতে রাজ্যের ঋণের বোঝা আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে নতুন প্রকল্প ও ভাতা বৃদ্ধিতে রাজ্যের মোট খরচ বাড়বে প্রায় ২২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে কর বাবদ এই সময় আয় বাড়তে পারে এর বেশ খানিকটা কম। ফলে বাড়তে পারে ঋণের পরিমাণ।

যদিও প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র গতকাল বলেন, ২০১১ সালে রাজস্ব আদায় প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা থাকলেও বর্তমানে তা ৬ গুণ বেড়ে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার কোটি

টাকার বেশি হয়েছে। ৫ গুণ বেড়েছে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদন। এই সময় দেড় লক্ষ কোটি টাকার বেশি ঋণ শোধ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ভোট অন একাউন্টে ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য টাকা কোথা থেকে আসবে সে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি বিধায়ক অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ী।

ভাতার জন্য টাকার জোগান দিতে গিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে কাটছাঁট হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিরোধীরা, চাপ পড়তে পারে নাগরিক পরিষেবাতেও।

সুপ্রিম কোর্ট, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার ২৫ শতাংশ, অবিলম্বে মিটিয়ে দেবার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যকে আদর্শ নিয়োগকর্তা বা মডেল এমপ্লয়ারের মতো আচরণ করা ও কর্মচারীদের প্রতি ন্যায় বিচারের পরামর্শ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। রাজ্য সরকার কিভাবে মেটাবে, তা' ঠিক করতে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা, বিচারপতি তিলক সিং চৌহান, বিচারপতি গৌতম মাঘুরিয়া এবং একজন সদস্য থাকবেন। ৬ই মার্চের মধ্যে নবগঠিত কমিটিকে মোট বকেয়া টাকার পরিমাণ এবং কবে কত টাকা দেওয়া হবে তা চূড়ান্ত করতে হবে। বিচারপতি সঞ্জয় কারল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ আজ এই নির্দেশ দিয়ে বলেছে, বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া অর্থের প্রথম কিস্তি ৩১শে মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি থাকা অর্থ কিভাবে মেটানো হবে তা' জানিয়ে কমিটিকে সুপ্রিম কোর্টে ১৫'ই এপ্রিলের মধ্যে রিপোর্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে। ওই দিনই মামলার পরবর্তী

শুনানি সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারি কর্মীদের DA মামলায় আজকের এই নির্দেশের ফলে বর্তমান ও প্রাক্তন মিলিয়ে প্রায় ১২'লক্ষ সরকারি কর্মী উপকৃত হবেন। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের মহার্ঘ্য ভাতার ফারাক এখন ৪০ শতাংশ। ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বকেয়া DA কর্মচারীদের প্রদান করতে হবে। মামলা চলাকালীন যারা চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন তারাও এই বকেয়া ভাতার সমস্ত সুবিধা পাবেন।

বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকার মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করা করেছে। সব কিছু খতিয়ে দেখে কমিটি পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে। এই মামলায় গতকাল শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের কোন প্রতিনিধি ছিল না বলেও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের ৯ম পর্বে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার চাপ নিয়ে আলোচনা করা এবং পরীক্ষাকে জীবনের উৎসব ও অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসেবে উদযাপন করা।

সকাল ১০টায় এই অনুষ্ঠান দূরদর্শন, প্রধানমন্ত্রীর ইউটিউব চ্যানেল এবং শিক্ষা মন্ত্রকের সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচারিত হবে। এছাড়াও বিভিন্ন OTT প্ল্যাটফর্মে লাইভ স্ট্রিমিং করা হবে। ওয়েভস ওটিটি, আমাজন প্রাইম ভিডিও, জিও, জি ৫, সনি LIV ও স্পটিফাই এও এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে।

কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রঞ্জি ট্রফি কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা, আজ অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে খেলবে। এর আগে বাংলা গ্রুপ সি-র শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছয়।

---------- ----------